বৃহস্পতিবার
Thursday
১০ নভেম্বর ২০২২ | ২৫ কার্তিক ১৪২৯
১৪ জমা: সানি ১৪৪৩
ওহাইও : ০১ বর্ষ | ০৫ সংখ্যা
পৃষ্ঠা ১২ | মূল্য $ ৫

মাসিক
ওহাইও সংবাদ

যেভাবে ব্যাংকগুলোর সহজ রেমিট্যান্সের স্বপ্ন বিদেশে লোকসানের দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো

ওহাইও প্রতিবেদক

১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে লন্ডনের সোনালী ব্যাংক। কর্মকর্তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ২১ বছরের মাথায় এসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সোনালী ট্রেড অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটি।

লন্ডনের অফিসটি মূলত প্রবাসীদের রেমিট্যান্স সেবা দিয়ে আসছিলো।

পরে ২০০১ সালের সেটি ব্যাংকে রূপান্তর হয়। তখন প্রবাসী আয় সংগ্রহের পাশাপাশি ঋণপত্রের (এলসি) নিশ্চয়তা দেওয়া শুরু করে, আর প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় সোনালী ব্যাংক ইউকে লিমিটেড। ব্যাংকটি যখন আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে তখনই ঘটে বড় দুর্ঘটনা।

ব্যাংকটির মালিকানার ৫১ শতাংশ বাংলাদেশ সরকারের, বাকি ৪৯ শতাংশ সোনালী ব্যাংকের। প্রতিষ্ঠানটিকে চালাতে সরকার ও সোনালী ব্যাংক মিলে দফায় দফায় মূলধন জোগান দেয়। আবার ব্যবসা করতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকেও অর্থ দেওয়া হয়েছে।

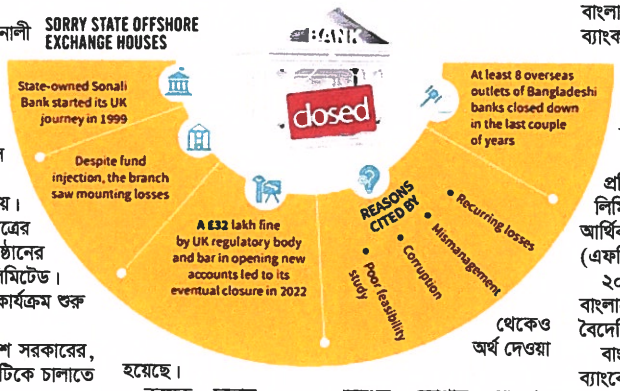

কয়েক দফায় মূলধন জোগান দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মূলধন দাঁড়ায় ৬ কোটি ৩৮ লাখ পাউন্ড, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৮৭ কোটি টাকা। এর বাইরে সোনালী ব্যাংক ইউকেতে ৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার দিয়েছে সোনালী ব্যাংক, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে ব্যাংকটি ঋণপত্রের নিশ্চয়তা, অগ্রিম মূল্য পরিশোধ ও বিল ডিসকাউন্টিং ব্যবসা করছিল।

কিন্তু, ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে অর্থ পাচার প্রতিরোধব্যবস্থায় দুর্বলতার কারণে সোনালী ব্যাংক ইউকে লিমিটেডকে ৩২ লাখ পাউন্ড জরিমানা করে সেই দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল কনডাক্ট অথরিটি (এফসিএ)। বন্ধ করে দেয় নতুন হিসাব খোলার সেবা।

২০২২ সালে শাখাটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে জানা গেছে, সোনালী ব্যাংকের মতোই গত কয়েক বছরে বাংলাদেশি ব্যাংকের অন্তত আটটি বিদেশি আউটলেট বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংকগুলো বন্ধ হওয়ার

(২-এর পৃ: দ্র)

ওহাইও থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা ওহাইও সংবাদের আয়োজনে ওহাইওতে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলা পত্রিকাটির প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়

ওহাইও সংবাদ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ওহাইও সংবাদ

গত রবিবার (৩০ অক্টোবর) ওহাইও থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা ওহাইও সংবাদের আয়োজনে ওহাইওতে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলা পত্রিকাটির প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ওহাইও সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক লিটন কবীরের সভাপতিত্বে কলম্বাসের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন সাইফ খাঁন। এ সময় মরহুম ড. হাসান আলী স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সারওয়ার খান ঘোষণা করেন উপদেষ্টা পরিষদ, উপ সম্পাদনা পরিষদ ও সম্পাদনা পরিষদের নাম।

(৪-এর পৃ: দ্র)

নিউইয়
ঢালিউড
পেলেন

যুক্তরাষ্ট্রে
জাতীয় ত্রি
প্রথম বা
বংশোদ্ভুত

বীরা
দিবস

সম্পাদকীয়

সীদের দুর্ভোগের কি শেষ হবে না?

য়ে লেখালেখি, বলাবলি হচ্ছে এন্তার। কিন্তু দুর্ভোগের সম্পূর্ণ অবসান শমেরও কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো বেড়েই চলেছে। সিনেমা-নাটকে জন প্রেমিকা ভালোবেসে যতই তার প্রেমিকের কাছে যেতে চান, অবজ্ঞা দেখিয়ে ততই তার থেকে দূরে সরে যান। প্রবাসীদের ক্ষেত্রেও বাসীদের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশের জন্য টান যতই প্রবল ও গভীর দেশের একশ্রেণির মানুষের অবহেলা ও অনাচার বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে খুব একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রবাসীরা সব র শিকার হয়ে আসছেন।

ক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উদাহরণ তো আছেই, সেই সঙ্গে সরকারের কিছু াসীদের প্রতি তাদের অনৈতিক ও অবাঞ্ছিত মনোভাব যেভাবে প্রকাশ র হয়ে যায়, প্রবাসীদের জন্য যে যতই উদার নৈতিকতার কথা মুখে তাদের প্রকৃত মনোভাব লুকিয়ে রাখতে পারেন না। সেই মনোভাব ার প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষ, এমনকি প্রবাসীদের নিকটাত্মীয়-যে তারা সেই সব আত্মীয়স্বজনের আক্রোশ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকেও রেহাই পান না। সেসব খবর প্রবাসী সংবাদপত্রেই যে শুধু প্রকাশ পায় তা নয়, দেশের জাতীয় মিডিয়া, এমনকি বিদেশি মিডিয়াতেও স্থান পায়।

দেশপ্রেম, যতই প্রবল ও র প্রতি দেশের র অবহেলা ও লেছে

পাশাপাশি দেশের প্রতি প্রবাসীরা এত সব অবহেলা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, অসম্মান সত্ত্বেও যে টান, ভালোবাসা অনুভব করেন, তাকেই মূলধন ভেবে কিছু স্বার্থান্বেষী চক্র প্রবাসীদের প্রতারণা রে চলেছে। সব দিক থেকে স্বদেশের মানুষ প্রবাসীদের ঠকানোর চেষ্টা ন যেভাবে সুযোগ পাচ্ছে, সে সুযোগ কেউ হাতছাড়া করছে না। ক করে রাস্তাঘাটে, বাড়িতে, অফিসে, আদালতে সর্বত্রই এই অবস্থা। পদহানি, প্রাপ্য সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র–সবই মেনে র। স্বজন ঠকাচ্ছে, বন্ধু-প্রিয়জন ঠকাচ্ছে। সরকার, সরকারি কর্মচারীরা ায় কথায় অপমান-অসম্মান করছেন। সরকারি অফিসে কোনো কাজ জানতে পারলেই শুরু হয়ে যায় নানা রকম হয়রানি। এক দিনের ঘুরতে হয়। দুই হাজার টাকার ঘুষের জায়গায় প্রবাসী জানলে সেই টাকায় গিয়ে পৌঁছায়। প্রবাসীদের যা ন্যায়সংগত অধিকার, সেই জ সংবিধানে ন্যায্য প্রাপ্য হলেও অস্বীকার করা হবে।

এমন একটি হয়রানির খবর খুব বড় করে প্রকাশিত হয়েছে প্রবাস- ও বিশ্বস্ত সংবাদপত্র ঠিকানায়। গত ৫ অক্টোবর সংখ্যায় ঠিকানার লিড য়রানিতে প্রবাসীরা' শিরোনামে প্রবাসীদের হয়রানির খবর প্রকাশ করা মের ঠিক নিচেই অপেক্ষাকৃত ছোট করে বলা হয়েছে, 'দেশে মিলছে না : বিকল্প এনআরবি কার্ড চান ভুক্তভোগীরা'। এভাবেই প্রবাসীরা একেক য়রানির শিকার হচ্ছেন প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বদেশভূমিতে। তবে কি দেশ দর এমন এক পাপ, যার কোনো ক্ষমা নেই!

নআইডি নিয়ে কীভাবে প্রবাসীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন, যা ঠিকানার াম সংবাদে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটিতে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ াংলাদেশ) যেকোনো নাগরিক সুবিধা পেতে জাতীয় পরিচয়পত্র াধ্যতামূলক। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, অধিকাংশ প্রবাসীরই এনআইডি লে এনআইডি-বঞ্চিত সব প্রবাসী ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত না থাকায় তাদের সম্পত্তি, জমিজমাও বেহাত হয়ে যাচ্ছে। বিক্রিও জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায়। চরমভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন পৈতৃক বা থেকে।

জানা যায়, ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ৪০টি দেশে ১ তো বাংলাদেশি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে অর্থ দেশে পাঠান, তাতে াকা সচল থাকে। তাদের গালভরা পরিচয় 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা'। অথচ রিচয়হীন। এনআইডি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শত কোটি টাকার দেশে গিয়ে প্রবাসীরা এর কোনো সুফল পাচ্ছেন না। বেশ কয়েকটি ন আবেদন করার সুযোগ রাখা হলেও সেই সুযোগ কেউ গ্রহণ করতে কমিশনের অসহযোগিতার জন্য। 'পরিচয়হীন' প্রবাসীরা দেশের নাগরিক া করতে পারছেন না। অথচ এই 'পরিচয়হীনদের' প্রেরিত অর্থই দেশের া রাখছে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে। র পক্ষে অনেক কথা বলেন দেশ থেকে প্রবাসে এসে। এ যেন অনেকটা র আঁটি ঝুলিয়ে রাখার সেই গল্পের মতো। মন্ত্রী-এমপিরা প্রবাসীদের ন। নীতির প্রশ্ন তুলে বলেন, প্রবাসীরা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। নাগরিক অধিকার তাদের সাংবিধানিক অধিকার। অথচ সবার প্রতিশ্রুতিদান অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রতিশ্রুতিদাতারা বিমানে উঠেই কথা ভুলে যান।

রিকত্বের বিধান রাখা হলেও প্রবাসীদের কাছে তা সোনার হরিণ যেন। ব সুবিধাপ্রাপ্তিই এক অনিশ্চিত ঘটনা। অথচ প্রবাসীদের জন্য সুবিধা ারের সত্যি সত্যি সদিচ্ছা থাকলে তা খুব সহজেই অবারিত করতে পারা জনদের অভিমত। কোন কোন সুবিধা কোন কোন পদ্ধতিতে

সম্পাদনা পরিষদ : তানিয়া সিদ্দীকা প্রিয়া (প্রকাশক), লিটন কবীর (সম্পাদক), সারওয়ার খান (নির্বাহী সম্পাদক), মাহবুবুর রহমান (বার্তা সম্পাদক), লিপিকা দাস (কলম্বাস প্রতিনিধি), মাহবুবা ইয়াসমিন লুনা (পিকারিংটন প্রতিনিধি), তৌহিদ সোহেল (লুইস সেন্টার প্রতিনিধি)

সহ সম্পাদনা পরিষদ : ডা. হোসনে আরা শাহীনদা (মুন্নী), ফায়সাল আরাফাত, ফেরদৌস পারভেজ পরশ, মোহাম্মদ মাহমুদুজজামান লিমন, ইমরান আহমেদ বাবু, সাইফ খান, শাহেদ জামান

ওহাইও সংবাদ পত্রিকার

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন, অরিজিত শূর, আতিক রহমান, আব্দুল খালেক, বশির উদ্দীন, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. শেখ আকবর আলী, ড. সুলতানা নুরুন নাহার, ফারুক খান, গোলাম রহমান সুমন, হাক্কানী আফরোজা রত্না, হোসাইন নূরী, ইমারান আহমেদ, মোহাম্মাদ জাফর তায়েব, মোফাখারুল ইসলাম, রুস্তম আলী, মাহবুব রাহমান তাজু, রুহুল আমীন, মেহবুব রহমান, মোহাম্মদ জি. ফারুকী, মোহাম্মদ ইকবাল, ড. মোহাম্মদ তোহা, মনিরুল ইসলাম মনি, নাসিরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সি পি এ, রফিক হাওলাদার পলাশ, রাশিদা কামাল, রেজা হাসান, ড.সাবের আহমেদ, ড. সন্দীপ মজুমদার, শাহরিয়ার আহমেদ, শামস হক, সুলতানা লুতফুন নাহার, রুপক নাথ, সাইদ মনোয়ার, টালী মুস্তাকীম, তানভীর হোসাইন, তোফাজ্জল আহমেদ মাষ্টার।

উপ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা হলেন, ডা. হোসনে আরা শাহীনদা (মুন্নী), ফায়সাল আরাফাত, ফেরদৌস পারভেজ পরশ, মোহাম্মদ মাহমুদুজজামান লিমন, ইমরান আহমেদ বাবু, সাইফ খান, শাহেদ জামান।

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা হলেন, তানিয়া সিদ্দীকা প্রিয়া (প্রকাশক), লিটন কবীর (সম্পাদক), সারওয়ার খান (নির্বাহী সম্পাদক), মাহবুবুর রহমান (বার্তা সম্পাদক), লিপিকা দাস (কলম্বাস প্রতিনিধি), মাহবুবা ইয়াসমিন লুনা (পিকারিংটন প্রতিনিধি), তৌহিদ সোহেল (লুইস সেন্টার প্রতিনিধি)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ওহাইও স্টেস্ট ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক ড. সুলতানা নুরুন নাহার। তিনি বলেন, আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে অনেক মেধাবী ছেলে-মেয়ে থাকা সত্ত্বেও সঠিক গাইড লাইন না থাকার কারণে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন ওহাইও সংবাদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমেরিকার ব্যস্ত জীবনে পারিবারিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের সন্তানেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি আগামী প্রজন্মকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন ও বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী রুহুল আমিন। তিনি বলেন, আমরা যারা ওহাইওতে বাস করি ওহাইও সংবাদ পত্রিকা আমাদের জন্য গৌরবের। তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন ওহাইও সংবাদ সংখ্যা নয় কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দিবে।

মেহবুব রহমান বলেন, ওহাইও সংবাদ পত্রিকা বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংবাদ পরিবেশন করবে। বাকোর সাবেক সভাপতি রুস্তম আলী ওহাইও থেকে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সাহসী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বাকোর সাবেক সভাপতি রেজা হাসান বলেন, ওহাইও সংবাদ পত্রিকার প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশী কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। নাট্য সংগঠক অরিজিত শূর বলেন, ওহাই সংবাদ পত্রিকা দুই বাংলার বাংলা ভাষাভাসী মানুষের মাঝে মেলবন্ধন তৈরী করবে। বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও সমাজসেবক তোফাজ্জল আহমেদ মাষ্টার বলেন, পত্রিকাকে সমাজের দর্পণ বলা হয়ে থাকে। ওহাইও সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের বাস্তব সমাজচিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হবে। তাপস বরুয়া আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, আমি ওহাইও সংবাদ পত্রিকার মাঝে বাংলাদেশকে দেখতে পাই। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন, ইমারান আহমেদ, মাহমুদুর রাহমান তাজু, মনিরুল ইসলাম মনি, রাশিদা কামাল, টালী মুস্তাকীম, শাহেদ জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে কেক কেটে ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'ওহাইও সংবাদ' শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক গোলাম রহমান সুমন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ওহাইও সংবাদ এর পক্ষ থেকে কোট পিন ও কলম উপহার দেওয়া হয়। সমাপনী বক্তব্য রাখেন ওহাইও সংবাদ এর প্রকাশক তানিয়া সিদ্দীকা প্রিয়া। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও সকলের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। সর্বশেষ ডিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অনলাইন পোর্টাল ওহাইও সংবাদের যাত্রা শুরু

ওহাইও সংবাদ

যাত্রা শুরু করল অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'ওহাইও সংবাদ'। এর মাধ্যমে প্রবাসী গণমাধ্যম জগতে যুক্ত হলো নতুন একটি নাম। গত রবিবার (৩০ অক্টোবর) ওহাইও সংবাদ এর উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক আলোচনা সভায় কেক কেটে ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'ওহাইও সংবাদ' উদ্বোধন করেন ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক গোলাম রহমান সুমন।

সম্পাদক লিটন কবীরের সভাপতিত্বে কলম্বাসের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অরিজিত শূর, আব্দুল খালেক, বশির উদ্দীন, ড. সুলতানা নুরুন নাহার, ফারুক খান, গোলাম রহমান সুমন, ইমারান আহমেদ, মালিহা আহমেদ, আরিফা রহমান, সিলভিয়া রহমান, ইসফাকুল ইসলাম, মোহাম্মাদ জাফর তায়েব, রুস্তম আলী, মাহবুব রাহমান তাজু, রুহুল আমিন, মেহবুব রহমান, মনিরুল ইসলাম মনি, নাসিরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সি পি এ, রাশিদা কামাল, রেজা হাসান, সামস্ হক, শাহেদ জামান, তাপস বরুয়া, আলপনা বড়ুয়া, মোহাম্মাদ অবেদিন, সাদিকা অবেদিন, তারেক রহমান খান, নুসরাত মুন, মাহামুদ হোসেন, এনাম জামিল, মোহাম্মদ তাসনুর রহমান, সাইদ মনোয়ার, টালী মুস্তাকীম, তোফাজ্জল আহমেদ মাষ্টার, ইমন চৌধুরী, বিশ্বিজত সাহা, মুরসালিন আবেদিন, কৌশিক মজুমদার, সাইফুর রহমান, ইসমাইল হোসেন, তনুশ্রী দত্ত, জেসমিন জামান, এম এস বারি, সাইদ সাহেদ, মাসুদ রানা, রাশিদ মিয়া, ফায়সাল আরাফাত, ফেরদৌস পারভেজ পরশ, মোহাম্মদ মাহমুদুজজামান লিমন, ইমরান আহমেদ বাবু, সাইফ খান, শাহেদ জামান, তানিয়া সিদ্দীকা প্রিয়া (প্রকাশক), লিটন কবীর (সম্পাদক), সারওয়ার খান (নির্বাহী সম্পাদক), মাহবুবুর রহমান (বার্তা সম্পাদক), লিপিকা দাস (কলম্বাস প্রতিনিধি), মাহবুবা ইয়াসমিন লুনা (পিকারিংটন প্রতিনিধি), তৌহিদ সোহেল (লুইস সেন্টার প্রতিনিধি) সহ আরো অনেকে।

ওহাইও সংবাদ